যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৫০

১/ বিবিধ

আরবী

إن أناسا من أمتي سيتفققهو ن في الدين، ويقرؤن القرن، ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم، ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا ضعيف

أخرجه ابن ماجه (255) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به
قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله هذا، وهو عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة،
قال الذهبي:" تفرد عنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي
ومعنى هذا أنه مجهول، وكيف لا ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان؟ ! نعم أخرجه الضياء في " المختارة " (63/5/1) ومقتضاه أن يكون عبيد الله عنده ثقة كما قال الحافظ في " التهذيب
قلت: لكن الضياء متساهل في التخريج في الكتاب المذكور كما ثبت لنا بالتتبع ، فإنه يروي للكثير من المجاهيل كهذا، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ نفسه في التقريب "، فقال: مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في المقدمة
نعم قال المنذري في " الترغيب " (3/151) : رواه ابن ماجه، ورواته ثقات

فهذا من أوهامه أوتساهله رحمه الله تعالى

বাংলা

১২৫০। আমার উম্মাতের কতিপয় লোক অচিরেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের দাবী করবে, কুরআন পাঠ করবে আর বলবেঃ আমরা আমীরদের (নেতাদের) নিকট আসব অতঃপর তাদের থেকে দুনিয়া গ্রহণ করব আর আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের থেকে পৃথক থাকব। কিন্তু তা হতে পারে না। যেরূপ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে কাটা ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না, অনুরূপভাবে তাদের নিকট থেকে (মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ বলেনঃ সম্ভবত বুঝিয়েছেন) গুনাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২৫৫) ইয়াহইয়া ইবনু আবদির রহমান কিন্দী সূত্রে ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবী বুরদাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ওবাইদুল্লাহর কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ওবাইদুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ ইবনে আবী বুরদাহ। হাফিয যাহাবী বলেনঃ তার থেকে আবু শাইবাহ ইয়াহইয়া ইবনু আবদির রহমান কিন্দী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ তিনি মাজহুল (অপরিচিত)। কিভাবে মাজহুল নন, যেখানে তাকে ইবনু হিব্বানও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি?

জি হ্যাঁ, হাদীসটি যিয়া "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে (১/৫/৬৩) বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় তার নিকটে ওবাইদুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কিন্তু যিয়া তার উল্লেখিত কিতাবের মধ্যে হাদীস তাখরীজ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী যেমনটি আমাদের নিকট অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তিনি এরূপ বহু মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে ওবাইদুল্লাহ সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি মাকবুল। অর্থাৎ তার মুতাবা’য়াত পাওয়া গেলে। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমনটি তিনি তার কিতাবের ভূমিকার মধ্যে বলেছেন। মুনযেরী যে “আততারগীব” গ্রন্থে (৩/১৫১) বলেছেনঃ হাদীসটি ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এটি তার ধারণা মাত্র অথবা তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72129

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন